S. Chowdhury.

* ধর্ম শব্দের অর্থ কী? প্রসঙ্গত সাধারণ ধর্ম বিষয়ে আলোচনা কর। [10/6]

উত্তর: [ভারতীয় শাস্ত্রে 'ধর্ম' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে 'ধর্ম' বলতে Religion কে বোঝানো হয়নি। ভারতীয় শাস্ত্রে 'ধর্ম' বলতে এমন কিছু সুনীতি বা সদাচারকে বোঝায় যা ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অবশ্য পালনীয়। সেখানে ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকা আবশ্যিক নয়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম ঈশ্বর বিহীন ধর্ম। সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শন নিরীশ্বরবাদী। কিন্তু এই সমস্ত দর্শনে ধর্মের মূল কতগুলি সুনীতি ও সদাচার অবশ্য পালনীয়, যা মুক্তিলাভের সহায়ক। রাধাকৃষ্ণন বলেন, "আস্তিক, নাস্তিক, সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী- সবাই হিন্দু হতে পারে"। হিন্দু সংস্কৃতি ও জীবনের সুসংবদ্ধ ব্যবস্থাটিকে স্বীকার করে নিলে বিশ্বাস নয়, নৈতিক আচরণই শুধু বিবেচ্য।

'ধৃ' ধাতু থেকে 'মন' প্রত্যয় করে 'ধর্ম' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারন করা। 'যা বিশ্বকে ধারন করে আছে, যা সমগ্র বিশ্বের শৃঙ্খলাকে রক্ষা করে, তাই ধর্ম'। (ধর্ম বিশ্বস্য জগত: প্রতিষ্ঠা)। হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে 'যার দ্বারা নিজের এবং অপরের জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয়, তাই ধর্ম'। *

মনু ও অন্যান্যদের মতে, ধর্মের ধারনায় একটি স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্য আছে। ধর্ম ও সত্য অভিন্ন। কিন্তু মনু বলেন, হিংসা বা অন্য কোন উপায়ের দ্বারা ধর্ম পালনে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

তাই যে ধর্ম সত্যের সঙ্গে অভিন্ন, তা অহিংসা বলেও কথিত। মনু সংহিতায় বলা হয়েছে, 'অপরকে আঘাত না করে যা সত্য ও প্রিয় তা বলা উচিত। যদিও অপ্রিয় সত্য বলা উচিত নয়। প্রিয় হলেও মিথ্যা বলা উচিত নয় — সনাতন ধর্ম এই কথাই বলে।'

মনু সংহিতায় মনু ধর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'ধৃতি (ধৈর্য), ক্ষমা, দম (সৎ আচরণ) অস্তেয়, শৌচ (দেহ ও মনে শুচিতা), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ), ধী (শাস্ত্র জ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য ও অক্রোধ — এই দশটি ধর্মের লক্ষণ"। যে ব্যক্তির মধ্যে এগুলি বর্তমান তিনিই ধার্মিক।

মনু সংহিতায় ধর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে আরো বলা হয়েছে, 'যারা রাগ, দ্বেষের বশীভূত নন, যারা রাগ, দ্বেষের ঊর্ধ্বে আচরণ করেন, তাদের হৃদয়ের অনুজ্ঞা যে কার্য অনুমোদন করে তাই হল ধর্ম'; ধর্মবিচার, কর্তব্য - অকর্তব্য নির্ধারণে রাগ - দ্বেষ শূন্য ব্যক্তি যুক্তি ও মননের দ্বারা যা অনুমোদন করেন তাই হল ধর্ম। ভারতীয় নীতি সম্মত ধর্মের সারমর্ম এই যে, 'প্রভুর মতো কর্ম করতে হবে, ক্রীতদাসের মত নয়; সর্বদা কর্ম কর, কিন্তু দাসের মত কর না।') Mark-6

ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে দুই প্রকার ধর্মের কথা বলা হয়েছে — সাধারণ ধর্ম ও

ও বিশেষ ধর্ম। বিশেষ ধর্মকে স্বধর্মও বলা হয়। প্রসঙ্গত আমরা সাধারন ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করছি —

{ সাধারন ধর্ম : — (ক)

সাধারন ধর্ম হল বর্ণ ও আশ্রম নির্বিশেষে সব মানুষের আবশ্যিক ধর্ম — অবশ্য পালনীয় কর্তব্য কর্ম। সাধারন ধর্ম কতগুলি সার্বিক নৈতিক নিয়মের নির্দেশ দেয়, যা সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্বধর্ম ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ কর্তব্যের নির্দেশ দেয়, যা সমাজের কল্যান ও সমৃদ্ধির সহায়ক। সাধারন ধর্ম, যা সার্বিক ও স্বরূপত নিত্য, নৈতিক জীবনের ভিত্তি স্বরূপ।

মানুষ হিসেবে প্রত্যেক মানুষের যে কর্তব্যের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তাই হল সাধারন ধর্ম। একে মনুষ্যত্ব ধর্ম বলে। সাধারন ধর্ম বা মনুষ্যত্ব ধর্ম বলতে প্রধানত 5 টি ধর্মকে বোঝায় — অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ ও সংযম — এই ৫টি সাধারন ধর্ম পদবাচ্য। এই ৫টি গুন বা ধর্ম থাকলে মানুষ মানুষ পদবাচ্য হয়। তাই এগুলি হল সাধারন ধর্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য মুনি প্রভৃতি ধর্ম শাস্ত্রকার কতগুলি সাধারন ধর্মের উল্লেখ করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য যাজ্ঞবল্ক্য - স্মৃতিতে বলেছেন, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, দান, দম, দয়া ক্ষান্তি — এই নয়টি হল ধর্মের সাধন। মনু মনু সংহিতায় বলেছেন, ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ—

এই দশটি হল ধর্মের লক্ষণ। নিম্নে এগুলি আলোচিত হল।

(1) ধৃতি — দৃঢ় প্রতিজ্ঞ না হলে যথার্থ ধর্ম পালন করা যায় না। নিজ সমাজ এবং বিশ্ব সমাজের কল্যাণ সাধন করতে হলে প্রত্যেককে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

(2) ক্ষমা — অপরের দোষ মার্জনা করার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। মনে বিদ্বেষ থাকলে অপরের কল্যাণ সাধন সম্ভব হয় না।

(3) দম — বিষয়ে মনোনিবেশ করা না গেলে কোন কর্মই সুসম্পন্ন হতে পারে না।

(4) শৌচ — দেহ ও মনকে শুদ্ধ রাখতে হবে। অশুদ্ধ দেহ এবং অপবিত্র মনে কল্যাণ কর্ম করা যায় না।

(5) অস্তেয় — পর দ্রব্য অপহরণের চিন্তাকে মন থেকে দূর করতে হবে।

(6) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ — মানুষকে পশুর ঊর্ধ্বে উন্নীত করতে হলে অসংযত ইন্দ্রিয় সুখ যথা সম্ভব দমন করতে হবে।

(7) ধী — বুদ্ধের সাথে জ্ঞানকে যুক্ত না করলে শুধু কর্ম সমাজ কল্যাণমূলক কর্ম হতে পারে না।

(8) বিদ্যা — কল্যাণ কর্মের একটি পূর্ব শর্ত হল কর্ম কর্তার পাণ্ডিত্য।

(9) সত্য — সত্য কথন কল্যাণ কর্মের এক পূর্বশর্ত।

(10) অক্রোধ — কল্যাণমূলক কর্ম সাধন করতে গেলে ক্রোধকে বর্জন করতে হবে।

— o —